বর্ষ-০১ | সংখ্যা-০৫ | ০৪সেপ্টেম্বর ২০২০ | প্রথম পাতা

THE HUNGER PROJECT

প্রান্ত পারিক্রমা

উৎকলিকা-১, ২৮ ক/১ কে.সি. রায় রোড, ময়মনসিংহ।

করোনা কালীন গ্রাম উন্নয়ন দলের তৎপরতা সব সময়ের জন্যই শিক্ষন হতে পারে

কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার কাদিরজঙ্গল ইউনিয়নের সাঁতারপুর গ্রাম। জেলা শহর হতে মাত্র ৮ কিলোমিটার দূরে হলেও জীবিকা, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিচারে গ্রামের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র। গ্রামটির মোট ৬১০ টি পরিবার এর মধ্যে বড় অংশই দিন এনে দিন খায়। অনেকে ঢাকা, গাজীপুর ও নারয়নগঞ্জের বিভিন্ন পোশাক তৈরি কারখানা ছাড়াও কিশোরগঞ্জ শহরের বিভিন্ন কল কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। অনেকেই আবার পরিবহন শ্রমিক। পুরান ঢাকার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকও আছে বেশ কয়েকটি পরিবারের সদস্য। এ কারনে গ্রামটি অজপাড়া গায়ে হলেও এখানে করোনা ঝুঁকি ছিল অনেক বেশী।

একজন মাজহারুল ও গ্রামশক্তির রূপান্তর ঃ

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহের দিকে ভয়ংকর করোনাভীতি গ্রামবাসীকে আচ্ছন্ন করে ফেললে মানুষগুলো যে যার মতো করে গৃহাশ্রয়ী হবার চেষ্টা করে। কার কি হবে, গ্রামের বিপন্ন মানুষগুলোর পাশে কে দাঁড়াবে এ চিন্তাগুলো করার মতো কাউকে খুজে পাওয়া যাচ্ছেনা। ফলে কয়েকটা দিনের জন্য পুরো গ্রামটিতে এক নিস্তব্ধ, ভুতুরে অবস্থা বিরাজ করে। এমতাবস্থায় স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক এবং গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি মাজহারুল ইসলাম কান্ডারীর ভূমিকায় অবতীর্ন হন। তার নেতৃত্বে গ্রাম উন্নয়ন দলের সকল সদস্য প্রথমে মুঠোফোনের মাধ্যমে সভা করে গ্রামের আরও মানুষকে সম্পৃক্ত করে ভয়ঙ্কর ভীতিকে জয় করার জন্য এবং প্রতিটি ঘরে ঘরে করোনা ভাইরাসকে প্রতিরোধ করার নিজস্ব শক্তি তৈরি করার লক্ষ্যে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শুরু করেন প্রচারাভিযান। শুরু হয় আতংকে অবশ হয়ে যাওয়া একটি গ্রামের হারিয়ে ফেলা শক্তিটির পূনর্জাগরণ ।

সংকট মোকাবেলায় পরিকল্পনা গ্রহণ ও সার্বিক সচেতনতা কার্যক্রমঃ যেহেতু সচেতন থাকা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ছাড়া করোনা প্ররিোধের আর কোন বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প নাই তাই গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যরা প্রতিটি ঘরে ঘরে করোনা বিষয়ক সচেতনতা ও স্বাস্থ্যবিধি পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং সে মোতাবেক পাড়া ভিত্তিক দল গঠণ করে বাড়ী বাড়ী সচেতনতামূলক প্রচারনা চালাতে শুরু করে। মূলত নিয়ম মেনে বারবার হাত ধোয়া, শারীরীক দূরত্ব বজায় রাখা, জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়া এবং যেতে হলেও অবশ্যই মাস্ক পরিধান করা এ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচারণা কার্যক্রম চলতে থাকে। গ্রাম উন্নয়ন দলের ফারুক, আজিজুল ইসলামসহ ১৭ জন নারী পুরুষ এবং সাথে আরও ১৫ জন ছাত্র ও তরুন এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য হারুন অর রশিদের সাহসী স্বেচ্ছাব্রতী উদ্যোগে গোটা গ্রামে প্রায় ২২ টি উঠান বৈঠক, ৩৫ টি স্থানে হাত ধোয়া প্রদর্শণী করা ছাড়াও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এবং উপজেলা প্রশাসন থেকে দেয়া লিফলেট রাস্তায় চলাচলরত প্রতিটি মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়।

গুজব, অপপ্রচার ও ভ্রান্ত চিকিৎসা পদ্ধতি মোকাবেলাঃ বিভিন্ন অপ-প্রচার, ভ্রান্ত চিকিৎতা পদ্ধতি এবং বিভিন্নমুখী গুজব করোনা প্রতিরোধ কার্যক্রমের সবচেয়ে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে নেতিবাচক ভুমিকা

পালন করে। মূলত ধর্ম এবং গ্রামের কিছু অসচেতন মুরুব্বীদের সামনেরেখে এ অপপ্রচারগুলো চালানো হয়। বিষয়গুলো করোনা সংকটকে আরও জটিল এবং করোনাপ্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরও বাধাগ্রস্থ করছিল। স্থানীয় মেম্বার হারুন অর রশিদ এবং মাজহারুল ইসলাম এর নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি টিম এর উদ্যোগে গ্রাম উন্নয়নদলের সদস্য এবং মসজিদের ঈমাম এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সাথে নিয়ে এ অপপ্রচার প্রতিহত করেন। মসজিদের মাইক থেকে করোনা বিষয়ক স্বাস্থ্যবিধিগুলো প্রচার করা হয় এবং অপপ্রচারের বিষয়ে সকলেকে সচেতন থাকতে সতর্ক করে দেয়া হয়।

কোয়ারান্টাইন নিশ্চিতকরণঃ

সরকার গার্মেন্টস ও অন্যান্য অফিসগুলো বন্ধ করে দেয়ার পর প্রচন্ড আতঙ্কের মধ্যে যখন ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর ও অন্যান্য এলাকা থেকে শ্রমজীবী মানুষগুলো নিজ গ্রামে ঢুকে পরে তখন ভিন্ন এক পরিস্থিতির সুত্রপাত হয়। তারা এ গ্রামেরই মানুষ তাই তাদেরকে তেমন কিছু বলাও

সম্পাদক: জয়ন্ত কুমার কর
নির্বাহী সম্পাদক: খায়রুল বাশার
কৃতজ্ঞতায়: সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, এ.এন.এম. নাজমুল হোসাইন, পলাশ কান্তি পাল
প্রকাশনায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট - বাংলাদেশ, ময়মনসিংহ অঞ্চল।

THE HUNGER PROJECT

প্রান্ত পারিক্রমা

উত্তরশিখা-১, ২৮ ক/১ কে.সি. রায় রোড, ময়মনসিংহ।

বর্ষ-০১ | সংখ্যা-০৫ | ০৪সেপ্টেম্বর ২০২০ | দ্বিতীয় পাতা

কোভিড-১৯ সম্পর্কে অপতথ্য ও অপপ্রচার এড়িয়ে চলুন

যাচ্ছেনা অন্যদিকে তারাই করোনা সংক্রমনের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি তাই তাদেরকে উম্মুক্তভাবে ছেড়েও দেয়া যাচ্ছিল না। এমন একটা উভয় সংকট পরিস্থিতিতে গ্রাম উন্নয়ন দল বুদ্ধিমত্তার সহিত এলাকার মুরুব্বী, ইউনিয়ন পরিষদ এবং ইউনিয়ন কোভিড-১৯ প্রতিরোধ কমিটির সহযোগিতায় মোট ৬ জন যুবকের কোয়ারান্টাইন নিশ্চিত করেন ও গ্রামের সকল প্রবেশ পথে লক ডাউনও নিশ্চিত করা হয়।

বিপন্ন জনগনের পাশে গ্রাম উন্নয়ন দল ঃ

সাতারপুর গ্রামের মানুষগুলো এমনিতেই খুবই দরিদ্র। অনেকেই দিন এনে দিন খাওয়া শ্রমিক। করোনা সংকটে তাদের রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা প্রায় দিশেহারা হয়ে যায়। অনেকেরই জীবনে কোনদিন কারো কাছে হাত পাতার অভিজ্ঞতা নাই। সহায় সম্বলহীন

এ মানুষগুলো এক সংঘাতিক বিপন্ন অবস্থায় নিপতিত হয়। এ বিপন্ন মানুষগুলোকে কোন মতে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গ্রাম উন্নয়ন দল এগিয়ে আসে। মাজহারুল ইসলাম এর তৎপরতায় সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় নরসুন্দা গণ গবেষনা সমিতির তত্ত্বাবধানে তালিকাভুক্ত ১৯৭টি পরিবারের মাঝে চাউল, ডাল, আটা, সেমাই, দুধ বিতরন করা হয়। তাছাড়া মাজহারুল ইসলাম স্থানীয় চিকিৎসক হওয়ায় প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ দিয়েছেন এবং এখনো দিয়ে যাচ্ছেন।

গ্রামবাসীর প্রতিক্রিয়াঃ

সাতারপুর গ্রামের প্রায় সকল মানুষই করোনা মহামারীর এ আতংকের মধ্যেও গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাব্রতীদের বিভিন্ন তৎপরতা প্রত্যক্ষ করেছে । গ্রামের বিপন্ন মানুষগুলোর পাশে যে ভাবে গ্রাম উন্নয়ন দল দাড়িয়ে তাদের কে সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে তা এখন গ্রামবাসীদের প্রত্যকের মুখে মুখে। গ্রামের সাধারন মানুষ মনে করেন গ্রাম উন্নয়ন দলের এ কর্মকান্ডের কারনেই তাদের গ্রাম অদ্যবধি করোনা সংক্রমনমুক্ত রয়েছে। তারা এ দুঃসময়ে এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ এর আগে এমনভাবে আর দেখেন নাই। গ্রামের এ স্বেচ্ছব্রতীদের নিয়ে তারা গর্ব করেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজের সাথে নিজেকে জড়াতে পারলে আনন্দিত হবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

চলমান রয়েছে গ্রামবাসীর মাঝে করোনা সহিষ্ণু অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্যোগঃ করোনা ভাইরাস সয়ক্রমনের প্রায় ৫ মাস মাস পরও এর ভয়বহতা কমছে না বরং মানুষের স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে না মানার সুযোগে এটি আরও জটিল রূপধারণ করছে এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী

সংকটে পরিনত হচ্ছে। তাই গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে সকলের মাঝে করোনা সহিষ্ণু অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্যোগ পরিচালনা করা হচ্ছে। একদিকে করোনার ক্ষতি পুষিয়ে উঠার লক্ষে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গ্রামবাসীদের সাথে নিয়ে গ্রামের উঠানে সরকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় বসতবাড়ীতে কৃষি এবং নারীবন্ধব কৃষির প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি দ্রুত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিটি ফিলানথ্রোপির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারগুলো চিহ্নিত করে বিভিন্ন পুষ্টিকর, খনিজ লবন সমৃদ্ধ শাকসবজীর বীজ বিতরণ করা হচ্ছে। সেই সাথে কোভিড-১৯ এর বর্তমান অবস্থা,এর গতিপ্রকৃতি, শারীরীক দূরত্ব ও মাস্ক পরার গুরুত্ব বিষয়ক ক্যাম্পেইন কার্যক্রমগুলোও ব্যাপকভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। করোনা সংকটের আড়ালে সমাজে বাল্যবিবাহ, নারীর প্রতি সহিংসতা, কন্যাশিশু ও বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় স্বেচ্ছাব্রতীদের উদ্যোগে এ বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রমগুলো নতুনভাবে শুরু করা হয়েছে।

" অন্তর্নিহিত শক্তিকে চিনতে পারায় ভয়ে কাতর মানুষগুলোই সাহসী বীরের মতো সংগ্রাম করেছে- "-মাজহারুল

আতংকে নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া সাতারপুর গ্রামটি যে ভাবে বীরদর্পে জেগে উঠেছে তার সুফলও গ্রামবাসী পেয়েছে। গ্রামটিতে বিভিন্ন কারনে করোনা সংকটের প্রবল ঝুঁকি থাকার পরেও এখনো পর্যন্ত গ্রামটি করোনামুক্ত রয়েছে। গ্রামবাসীরা মনে করেন এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র গ্রাম উন্নয়ন দলের সক্রিয় স্বেচ্ছাব্রতীদের সময়োপযোগী সাহসী পদক্ষেপের কারনে। এটাও দেখা গেছে আশেপাশের অনেক গ্রামে যেখানে এমন কোন পদক্ষেপ নেয়ার কোন সংগঠিত শক্তি ছিলনা সেখানে অনেকেই যেমন আক্রান্তও হয়েছে তেমনি এর বিরুদ্ধে কোন সংগঠিত প্রতিরোধও গড়ে উঠেনি। গ্রামের যারা দেখেছেন এবং জেনেছেন তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন গ্রাম উন্নয়ন দল পরিচালিত এ স্বেচ্ছাব্রতী জনবান্ধব উদ্যোগগুলোর কারনেই সাতারপুর গ্রামটি আজো সুরক্ষিত। আর এ বিশাল কার্যক্রমটি পরিচালনায় নেপথ্যে থেকে যিনি সার্বিকভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি হলেন গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি মাজহারুল ইসলাম। তিনি মনে করেন করোনার এ ভীষণ আতংকের মধ্যে প্রবল সাহসিকতা নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো বাইরে থেকে আসা কোন শক্তির পক্ষে সম্ভব ছিলনা । দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের মানুষকে নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে একটি গ্রামকে জাগিয়ে তোলার জন্য যখন গ্রামবাসী নিজেরাই এগিয়ে আসে কেবলমাত্র তখনই গ্রামের যে কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয় এবং করোনা প্রতিরোধে গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধও সেই সত্যকে আরেকবার প্রমান করলো।

সবাই মিলে শপথ করি, করোনা সহিষ্ণু গ্রাম গড়ি